Q.1. রামানুজের জগৎ-সম্পর্কিত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
2015

8/10

⇒ রামানুজের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও সনাতন। তাঁর মতে, সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম (ঈশ্বর) তাঁর ইচ্ছাবলে জীব ও জড় সমন্বিত এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর এক ছিলেন, তিনি বহু হবার ইচ্ছা করেন এবং নিজের ইচ্ছাপূরণ করার জন্য এই নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। সর্বব্যাপী ব্রহ্মের মধ্যেই চিৎ এবং অচিৎ এর অস্তিত্ব আছে। চিৎ থেকে জীব জগৎ এবং অচিৎ থেকে জড় জগৎ উদ্ভূত হয়েছে। রামানুজের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্তকারণ দুইই। ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ অংশ থেকে যেহেতু জীব ও জড় জগতের আবির্ভাব হয়, তাই ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। আবার ব্রহ্ম জড়জগতের আবির্ভাব নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি জগতের নিয়ন্তা ও সঞ্চালক। তাই ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ।

রামানুজ শঙ্করাচার্যের মতো সৎকার্যবাদ সমর্থন করেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদে বিশ্বাস করেন, কিন্তু রামানুজ সমর্থন করেন পরিণামবাদে। সৎকার্যবাদ অনুসারে উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে শক্তিরূপে নিহিত থাকে। সৎকার্যবাদের দুটি রূপ – বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ। বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ কার্যে পরিণত হয় না, কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। যেমন - রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষে রজ্জু বাস্তবিকই সর্পে পরিণত হয় না। রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। অপরপক্ষে পরিণামবাদ অনুসারে কারণ প্রকৃতপক্ষে কার্যে পরিণত হয়। যেমন - দুধ থেকে যখন দধির উৎপত্তি হয় তখন দুধ প্রকৃতই দধিতে পরিণত হয়। রামানুজ ব্রহ্মপরিণামবাদী, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, সৃষ্টির পূর্বে জীব ও জড় জগৎ যথাক্রমে চিৎ ও অচিৎ শক্তিরূপে ব্রহ্মে নিহিত থাকে। তখন নামরূপের কোন ভেদ থাকে না। চিৎ ও অচিতের সংকুচিত অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থাই ব্রহ্মের কারণ অবস্থা। এ অবস্থায় ব্রহ্মকে কারণ ব্রহ্ম বলা হয়। রামানুজের মতে কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ অভিন্ন। কারণ-ব্রহ্মেরই পরিণাম কার্যব্রহ্ম। সাধারণভাবে কারণব্রহ্মকে ব্রহ্ম এবং কার্য-ব্রহ্মকে জগৎ বলা হয়। ব্রহ্মের দুই লীলা – অব্যক্তলীলা এবং ব্যক্তলীলা। জগৎ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম অন্তঃলীলা উপভোগ করেন এবং এই অন্তঃলীলার ক্রমিক প্রকাশই জগৎ। জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মের বহিঃলীলা।

ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সত্ত্ব; রজঃ ও তমঃ – এই তিনটি গুণবিশিষ্ট প্রকৃতির অন্তরে সৃষ্টিকালে তিনটি গুণ বিবর্তিত হয়। ব্রহ্মের ইচ্ছায় অব্যক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতি থেকে প্রথম আবির্ভূত হয় মহৎ বা বুদ্ধি। মহৎ থেকে অহংকার। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য অনুযায়ী মহৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক – এই তিন প্রকার হতে পারে। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (হাত, পা, মুখ পায়ু ও জননেন্দ্রিয়) এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনের আবির্ভাব হয়। তামসিক অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের) সূক্ষ্ম শক্তি এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব হয়।

রামানুজের মতে সৃষ্টি সত্য। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা। ব্রহ্মের উপর নির্ভর না করে কোন বস্তু যে থাকতে পারে একথা অস্বীকার করার জন্য রামানুজ উপমার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সব সোনার জিনিস যেমন প্রকারে বিভিন্ন হলেও তাদের অস্তিত্বের জন্য সোনার উপর নির্ভরশীল এবং প্রকৃতপক্ষে সোনার হার ও বলয়ে সোনা ছাড়া আর কিছু নেই, তেমনি সব বস্তু তাদের অস্তিত্বের জন্য ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল এবং ব্রহ্মাত্মক।

রামানুজ বলেন যে, ব্রহ্ম যে শক্তির সাহায্যে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন তা মায়াবীর মায়া শক্তির মতোই - আমাদের বুদ্ধির অতীত বলে ব্রহ্মকে মায়াবী বলা হয়। মায়া অবিদ্যা নয়, জ্ঞানের অভাব নয়, মায়া হল ব্রহ্মের বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকারী শক্তি। আবার কখনও কখনও প্রকৃতিকেও মায়া বলা হয়। সুতরাং রামানুজ সৃষ্টিকে এবং

Scanned with CamScanner

সৃষ্টজগতকে মায়া বা ভ্রান্তি বলেন না।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন দেখা যায় যে, জগৎ সৃষ্টি যদি মায়া না হয়ে সত্য হয়, তাহলে ব্রহ্মের অংশ প্রকৃতির জগতে পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে কী ব্রহ্মেরও পরিণাম হয় না? ব্রহ্মের যদি পরিণাম হয় তাহলে জগতের দোষ-ত্রুটি ব্রহ্মকেও স্পর্শ করবে। এ সমস্যার সমাধানের জন্য রামানুজ কোন যুক্তি না দিয়ে কতকগুলি উপমার সাহায্য নিয়েছেন। তিনি আত্মা ও দেহের সম্পর্কে সাদৃশ্যের ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আত্মা দেহের মধ্যে থেকে যেমন দেহকে নিয়ন্ত্রন করে অথচ দেহের মালিন্য আত্মাকে স্পর্শ করে না, তেমনি বিশ্বজগতের অপূর্নতা ব্রহ্মের পূর্নতার কোন হানি করে না, আবার কখনও রামানুজ এ বিষয়ে রাজা-প্রজার উপমা দিয়েছেন। প্রজার সুখ-দুঃখ যেমন রাজার সুখ-দুঃখ নয়, তেমনি প্রকৃতির পরিনামে ব্রহ্ম পরিনামী হয় না। রামানুজ কখনও আবার 'অংশী - অংশের' উপমা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেই উপমাই ব্যবহার করুন না কেন, তিনি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। চিৎ ও অচিৎ যদি ব্রহ্মের অংশ বা বিশেষণ হয় তাহলে চিৎ-অচিৎ এর পরিনামে ব্রহ্ম কিভাবে নিজে অপরিনামী থাকতে পারেন তা বুঝে ওঠা কঠিন।

Nimai Hazari, Assistant Prof.
Dept of Philosophy
Raja. N. L. Khan Women's College (Autonomous)
Philosophy (Hons), 2nd Sem,
CC 3, Module - 1

Scanned with CamScanner